শৈলকুপায় বজ্রপাতে স্ত্রী নিহত ও স্বামী আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় শনিবার সকালে বজ্রপাতে কুলচাড়া গ্রামে রুপা
(৩২) নামের এক মহিলার মৃত্যু ঘটে এসময় পশে থাকা স্বামী গোলাম নবী (৩৭) আহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মিনু বেগম জানায় যে, স্বামী গোলাম নবী ও তার স্ত্রী রুপা সকাল ৭টার সময় বেগুন ক্ষেতে বেগুন তুলতে যায়। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাতে স্ত্রী রুপা ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং স্বামী গোলাম নবী আহত হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ আমিনুল ইসলাম জানান কুলচাড়া গ্রামে বজ্রপাতে স্ত্রী নিহত ও স্বামী আহত হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

ঝিনাইদহে ১০ মিনিটের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন গ্রাম ॥ বজ্রপাতে পশু ও মানুষের মৃত্যু

ঝিনাইদহে ১০ মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৩ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম। বজ্রপাতে পশু ও মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, শনিবার সকাল ৬টার দিকে হঠাৎ করেই আকাশ মেঘাচ্ছন হয়ে পড়ে। মুহূর্তেই বৃষ্টির সাথে শুরু হয় প্রচন্ড ঝড়। এতে কালীগঞ্জ উপজেলার এনায়েতপুর, রঘুনাথপুর, পিরোজপুর ও খোসালপুরসহ ১০টি গ্রাম ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১০ মিনিট স্থায়ী হওয়া এই ঝড়ে বাড়িঘর, আম, কলা, ফসল, বিদ্যুতের পোল ও বিভিন্ন গাছ ভেঙ্গে গেছে। ফলে ওই এলাকায় বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন রয়েছে। একই সাথে হরিণাকুন্ডু উপজেলা জোড়াদহ,

মালিপাড়া, তৈলটুপিসহ কয়েকটি গ্রামে পান ও কলার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এনায়েতপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম বলেন, ১০ মিনিটের ঝড়ে আমাগের সব শ্যাষ করে দিয়ে গেছে। গাছ-পালা ভাঙ্গে গেছে। কারেন্টের পোল ভাঙ্গে গেছে। রাস্তা বন্ধ ছিলো। আমাগের ম্যালা ক্ষতি হয়েছে।

পিরোজপুর গ্রামে আব্দুস সাত্তার বলেন, সকালে হঠাৎ করে খুব ঝড় শুরু হয়। এর আগে আম্পানের সময় যে ঝড় হয়েছিল। তেমন ঝড় আজকে হয়েছে। আমাগের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে গেছে। আম বাগান, লিচু বাগান, কলা বাগানের ক্ষতি হয়েছে।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার রথীন্দ্রনাথ বসাক বলেন, ঝড়ে ৩৩ টি বিদ্যুতের পোল ভেঙ্গেছে। তাছাড়া ৩৩ কেভি লাইনের উপর গাছ পড়েছে আর তার ছিড়ে গেছে। আমাদের সব স্থানেই মেরামতের কাজ চলছে। সঠিক সময় বলা সম্ভব না তবে বিকেলের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছি।

এদিকে শৈলকুপা উপজেলার কুলচারা গ্রামে বজ্রপাতে স্বামী আহত ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সকালে তারা দু’জনে বাড়ির পাশের মাঠে বেগুন তুলতে যায়। পরে ঝড় থামার পরে স্থানীয়রা মাঠে গিয়ে তাদের অচেতন অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রুপসী খাতুনকে মৃত ঘোষনা করে।

আহত গোলামনবীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে সদর উপজেলার ডেফলবাড়িয়া গ্রামে বজ্রপাতে আশরাফুল ইসলাম নামের এক কৃষকের গোয়াল ঘরের দুটি মহিষ মারা গেছে। যার মুল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের।

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম বলেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা করছি। তালিকা শেষ হয়ে তারা যেন সহযোগীতা পায় সে ব্যাপারে মন্ত্রনালয়ে আবেদন করা হবে।

হরিনাকুন্ডুতে পুকুরে মাছধরাকে কেন্দ্রকরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আহত ৯

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৭ নং রঘুনাথপূর ইউনিয়নের কালাপাড়িয়া সরকারী আশ্রয় প্রকল্পঃ (আবাসনের) পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মোছাঃ রেশমা খাতুন সহ ৯ জন আহত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। এর মধ্যে চম্পা খাতুন নামে এক মহিলা তার ছেলের মাথায় আঘাত করা দেখে স্ট্রোক করেন এবং অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

সংঘর্ষে আহত হয়েছেন, মোঃ মামুন আলী (২৭),। নাজমা খাতুন (৪০), রিমা খাতুন (২৫), চায়না খাতুন (৪৫),মনোয়ারা খাতুন (৫৫), রেশমা খাতুন (২৩), সাঈদ (২২), ও লালন(১৯)।

আহতদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা রেশমা খাতুন, নাজমা খাতুন ও মামুন বর্তমানে হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তির পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। অনান্য আহতদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিনে যেয়ে জানা যাই আহত অন্তঃসত্ত্বা রেশমা ও নাজমা বলেন, গত বিশ বছর পূর্ব থেকে কালাপাড়িয়া আবাসনের পুকুর ও আংশিক জমি নিয়ে স্থানীয় আমিরুল ইসলাম ওরফে (মন্টু) নামের এক ব্যাক্তির সাথে সরকারের মামলা চলমান রয়েছে।

এই জমি ও পুকুর নিয়ে আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দাদের মধ্যে দুটি পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষ জমি ও পুকুরের দাবীদার আমিরুলের পক্ষে এবং অন্য পক্ষ সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আছে।

এসময় আহত মামুন জানায়, গত বৃহস্পতিবার আনুমানিক ৯.টার সময় জামালের ছেলে সাঈদ, মন্টুর ছেলে আকাশ, ইসলামের ছেলে (বহিরাগত) লালন ও শরাফতের ছেলে রাসেল সহ বেশ কয়েকজন ঐ পুকুরে মাছ ধরতে যায়।

এদিকে ঐ মাছ ধরার খবর পেয়ে আবাসনের জমি ও পুকুরের দাবীদার আমিরুল ইসলাম সহ কিছু স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরের পাড়ে উপস্থিত হোন। দুপুর ১ টার সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি করার এক পর্যায়ে মামুন আলীর ফুপাতো ভাই রজোপ আলি সাইদের মাথায় আঘত করলে তাদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয় এতে উভয় পক্ষের ৯ জন আহত হয়।

হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ জামিনুর রশিদ জানান, আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে মহিলা সহ ৪ জন ভর্তি হয়, বাকীরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ীতে ফেরত যায়।

এ ঘটনায় থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাছ ধরাকে কেন্দ্রকরে গোলযোগের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, মূলত গোলযোগে চম্পা খাতুন ও তার ছেলে মামুন আহত হয়েছে বাকীরা মামলা থেকে বাচার জন্য আহত না হয়েও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তিনি আরও জানান অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে পরিবারের সঙ্গে অভিমানে বৃদ্ধের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পরিবারের সঙ্গে অভিমানে শরিফুল ইসলাম
(৫৫) নামে এক বৃদ্ধ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের তালশার ঘাঘা গ্রাম থেকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। শরিফুল ওই গ্রামের মৃত আফতাব আলীর ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, তিন সন্তানের জনক শরিফুলের স্ত্রী তিন বছর আগে মারা যায়। এর পর থেকেই তিনি মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বুধবার রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, এ সময় শরিফুল নিজের ঘরে বাঁশের আড়ার সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সকালে পরিবারের লোকজন তার মরদেহ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয়।

পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায়। এঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বিষধর সাপের কামড়ে প্রান গেল গৃহবধূর

নিজের জমির ধান নিয়ে ঘরে ফেরা হলো না এক গৃহবধূর। বিষধর সাপের কামড়ে প্রাণ গেল মধুমালা (৪০) নামে দুই সন্তানের এক জননীর।

গতকাল বুধবার সন্ধায় ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার হরিন্দিয়া গ্রামে। মধুমালা ওই গ্রামের ঝামাঘাটা এলাকার মইদুল ইসলামের স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানাযায়, ধান কাটার মৗসূমে স্বামীর কৃষিকাজে সহায়তা করার জন্য স্ত্রী মধুমালা সন্ধায় ঝামাঘাটা এলাকায় মাঠে যায়। এসময় একটি বিষধর সাপ তার পায়ে কামড় দেয়। গৃহবধূর শরীরে সাপে দংশন করেছে,তা তিনি বুঝতে পারেননি।

পরবর্তিতে সে ছটফট করে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের লোকজন স্থানীয় এক কবিরাজের নিলে তিনি রোগীকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে পাঠায়।

রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ মোঃ সাব্বির আহমেদ তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুরে জোড়া খুন মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে আলোচিত জোড়া খুনের মামলায় দ্বিতীয় অভিযুক্ত আশরাফুল ইসলাম (৩২) কে গ্রেফতার করেছে র্যাব। গতকাল (সোমাবার) যশোরের চৌগাছা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬ এর একটি দল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কোটচাঁদপুর থানার ওসি (তদন্ত) জগনাথ চন্দ্র।

তিনি জানান, সংঘর্ষে হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত দ্বিতীয় এজাহারভুক্ত আসামী সলেমানপুর এলাকার আশাদুল ইমলামের ছেলে আশরাফুল ইসলাম যশোরের চৌগাছায় শশুরবাড়ি এলাকায় অবস্থান করে আত্মগোপনে আছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে যশোর র্যাব-৬ এর একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। পরে আসামীর শশুরবাড়ির পাশের একটি বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আসামী আশরাফুলকে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে র্যাব। মঙ্গলবার তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ এপ্রিল বাংলা বর্ষবরণের দিন সকালে স্থানীয় কোটচাঁদপুরের চৌগাছা বাসস্ট্যান্ডে পৌরসভার বিভিন্ন যানবাহন থেকে টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষ প্রকাশ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে গুরতর আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে আখ সেন্টার এলাকার জীবন হোসেন নামে এক যুবলীগ কর্মী মারা যায়। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর নেওয়ার পথে আক্তার হোসেন নামে আরো একজনের মৃত্যু হয়। এঘটনার এক দিন পর শুক্রবার রাতে নিহত আক্তার হোসেনের পিতা বাবু তালেব বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় ৮ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এর আগে এ মামলার প্রধান আসামী সোহাগ হোসেনকে ঢাকার কলাবাগান ও আব্বাস আলীকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপতার করে পুলিশ। হত্যাকান্ডে জড়িত বাকী আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যানের ইন্তেকাল

শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান সিকদার শেফালী বেগম ইন্তেকাল করেছেন। রোববার রাতে তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থ জনিত কারণে ইন্তেকাল করেন।

সিকদার শেফালী বেগম শৈলকুপা বর্ষিয়ান নেতা সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন সিকদার সোনার সহধর্মিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুতে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি শূন্য হলে উপনির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সিকদার শেফালী বেগম এর মৃত্যুতে তার পরিবার ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদা ১ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী আবদুল হাই শেফালী বেগম এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মেয়র প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকীর পক্ষে মোটরসাইকেল শোডাউন

ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকীর সমর্থনে মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শোডাউন ও জনসংযোগ করা হয়।

পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাসের আলম সিদ্দিকী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন। বাসের আলম সিদ্দিকীর কর্মীসমর্থকেরা জানান, অবহেলিত ঝিনাইদহ পৌরসভার অচলায়তন ভাঙতে হবে। অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, জলাবদ্ধতা দূরীকরণে আমাদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে হবে।

এসময় দুই সহস্রাধিক মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনগণের সাথে জনসংযোগ করেন এবং বাসের আলম সিদ্দিকীকে জয়যুক্ত করার বিনীত আহ্বান জানান।

এ সময় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাংচুর লুটপাটের অভিযোগ

ঝিনাইদহ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে একদল যুবক ঝিনাইদহ শহরের গার্লস স্কুল রোডে অবস্থিত কিংশুক বিপনীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে।

এ সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে থাকা কিংশুক বিপনীর পিকআপ ভ্যানের গ্লাস ভাংচুর করা হয়। কিংশুক বিপনীর কর্মচারীরা বলেন, তাদের দোকানের ক্যাশ থেকে প্রায় ১৫ লাখ টাকা লুট করা হয়েছে।

হামলার সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরীয়ার জাহেদী হিজল নির্বাচনী প্রাচারনায় ব্যস্ত ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি শত শত সমর্থক নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

বাসায় ফিরে তিনি তাৎক্ষনিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাইয়ুম শাহরীয়ার

জাহেদী হিজল নৌকার কতিপয় সমর্থকদের এই হামলার জন্য দায়ী করে বলেন, আমার পিতা মুছা মিয়া একজন ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি জীবন বাজী রেখে দেশ স্বাধীন করেছেন। হিজল বলেন, আমার পিতা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের বাড়িতে এসেছেন। অথচ আমি ভোটে দাড়িয়ে কি দোষ করেছি যে আমার বাড়িতে হামলা করা হলো? হিজল বলেন, ১২০ বছরের ইতিহাসে তো নয়ই এমনকি পাক আর্মিরাও আমাদের বাড়িতে হামলা করার সাহস দেখায়নি।

তিনি বলেন ঝিনাইদহ থেকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও পেশীশক্তি নির্মলে আমার পরিবারের গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতেও আমি আসন্ন পৌরসভা নির্বাচন থেকে পিছ পা হবো না।

এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিজলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে যাওয়ার সময় পৌর বিএনপি নেতা মাহফুজুর রহমান লিপিয়ার ও আওয়ামী লীগ সমর্থক কটন আসলামকে পিটিয়ে জখম করা হয়।

তাদের দুইজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আসলাম আওয়ামী লীগ সমর্থক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তির বন্ধু হিসেবে পরিচিত।

অন্যদিকে যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান লিপিয়ারের বড় ভাই আলমগীর ঝিনাইদহ পৌরসভার কালীচরণপুর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচন করছেন। ভাইয়ের কারণে ছোট ভাইয়ের উপর হামলা করা হয় বলে পারিবারিক ভাবে অভিযোগ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি এই হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে ভয় পায় বলেই দিনের ভোট রাতে করে ও কোন প্রতিদ্বন্দি রাখতে চাই না। নির্বাচনে জিততে পারবেনা বলেই তারা ঝিনাইদহ শহরে নৈরাজ্য কায়েম করছে বলেও বিএনপি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ সোহেল রানা বলেন, হামলার পর আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এখনো কেও অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝিনাইদহে সমালোচনার মুখে আ.লীগের দলীয় চেয়ারম্যান প্রার্থী পরিবর্তন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৮নং পাগলাকানাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইউনিয়নসহ জেলার সাধারণ মানুষের কাছে নানামুখী সমালোচনার কারনে প্রার্থী পরিবর্তন করে নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

গত ১৩ মে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঝিনাইদহ সদরের ৮নং পাগলা কানাই ইউনিয়নে আসাদুজ্জামান চাঁনকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

কিন্ত এমন ঘোষণা আসার সাথে সাথে এলাকা জুড়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই আসাদুজ্জামান চাঁন, ঝিনাইদহ পৌরসভায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা থাকাকালীন চেক জালিয়াতিসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং অভিযোগ প্রমানিত হয়।

তাছাড়া তিনি কখনো আওয়ামী লীগের কোন ইউনিটে কাজ করেছেন বলে কেউ প্রমান দিতে পারেননি। এমন ব্যক্তি কিভাবে মনোনয়ন পেল এনিয়ে নেতারাও সমালোচিত হয়েছেন এবং মনোনয়ন বাণিজ্য হয়েছে বলেও অনেকে মন্তব্য করেন।

গত শনিবার দিনভর এমন সমালোচনা ও বিক্ষোভ করে এলাকাবাসী আসাদুজ্জামান চাঁনের পরিবর্তে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ বিশ্বাসকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

পরে মনোনয়ন বোর্ড রবিবার দুপুরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আতাউর রহমান আতাকে মনোনয়ন দিয়েছেন বলে জানা গেছে। আতাউর রহমান আতা একই ইউনিয়নের বেড়বাড়ী গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে এবং ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক ছিলেন।

বিক্ষোভকারীদের কাঙ্খিত প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়ায় এবং তিনি সমালোচিত প্রার্থী আসাদুজ্জামান চাঁনের চাচাত ভাই বলে অনেকেই বিব্রত হয়েছেন।